বর্তমানে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিকে শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কল্পনা করা হয়। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে পাঠক্রমের যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিও যথেষ্ট অবদান রাখে। পাঠক্রমের মূল লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে বলেই এর নাম সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি। ধারণা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি। যেমন—

চাহিদাভিত্তিক (Need-based) :

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি শিশুর চাহিদার ওপর নির্ভর করে পরিচালিত হয়। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার চাহিদার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত বৈষম্য প্রভাব ফেলে। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি নির্বাচনের সময় প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিগত চাহিদা, রুচি, পছন্দ প্রভৃতির ওপর পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, যে শিশু যে প্রকার সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে আগ্রহ অনুভব করে সেই শিশুকে সেই নির্দিষ্ট প্রকার সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। এ ছাড়া এ কথা বলা যায় যে স্বভাবচঞ্চল শিশুর সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ করা হয় না। এখানে শিশুর স্বাধীন চাহিদার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বিনোদনমূলক (Recreational) :

বিদ্যালয়ের শুধুমাত্র পাঠক্রমিক কার্যাবলির আয়োজন করা হলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কর্মচঞ্চল শিশুমনে একঘেয়েমি সৃষ্টি হতে পারে। এই ক্ষেত্রে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির পরিপূর্ণ আয়োজন তার একঘেয়েমি দূর করতে পারে। প্রকৃত অর্থে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুমন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই এইপ্রকার কার্যাবলি তার কাছে বিনোদনমূলক কার্যাবলি হিসেবে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে সার্থকভাবে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীর মন নতুন করে প্রাণবন্ত ও সজীব হয়ে ওঠে এবং সে পাঠক্রমের কার্যাবলিতে মনোনিবেশ করতে পারে।

বৈষম্যমূলক (Differential) :

যেহেতু সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি শিশুর চাহিদাভিত্তিক হয়ে থাকে, তাই এইপ্রকার কার্যাবলি হল বৈষম্যমূলক এবং বৈচিত্র্যময়। প্রতিটি শিশু তার ব্যক্তিগত গুণাবলির মাধ্যমে অপরের থেকে পৃথক হয়। এই ব্যক্তিবৈষম্যর ওপর পরিপূর্ণ নজর দিয়ে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির আয়োজন করা হয় বলে তা বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। একাধিক সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির মধ্যে থেকে শিশু তার নিজের চাহিদা অনুসারে নির্ধারিত সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি গ্রহণ করে। সুতরাং, এ কথা বলা যায় যে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি ব্যক্তির ওপর পরিপূর্ণ মর্যাদা প্রদান করে।

সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ (Development of Hidden Qualities) :

শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সুপ্ত সম্ভাবনা থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাপেক্ষে এইসকল সুপ্ত প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ এবং প্রকাশ সম্ভব হয়। বিদ্যালয়ে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব সুপ্ত প্রতিভা সম্পর্কে যেমন অবগত হয় তেমনি শিক্ষক-শিক্ষিকারাও শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান পেতে পারেন। দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রকার সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশসাধন হয়।

আত্মবিশ্বাস গঠন (Building Self-confidence) :

বিভিন্ন প্রকার সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থী তার ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। নির্বাচিত কার্যাবলিতে শিশুর পারদর্শিতা তার অভ্যন্তরে আত্মবিশ্বাস গঠন করে। এর ফলে আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ শিশু বিভিন্ন প্রকার কর্মে সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। শিক্ষার্থী যে একাধিক গুণের অধিকারী সেই সম্পর্কিত ধারণা তার মনে দৃঢ় সংকল্প গঠনে সহায়তা করে।

পরিবর্তনশীলতা (Changeability) :

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমাজ পরিবর্তিত হয়। ফলস্বরূপ সামাজিক চাহিদা ও সুযোগসুবিধার মধ্যে পরিবর্তন হয়ে থাকে। পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের সাপেক্ষে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। অর্থাৎ, যখন যে প্রকার সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশসাধন সম্ভব তখন সেই প্রকার সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করা হয়। এইভাবে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির পরিবর্তনশীলতার ফলে তা যুগোপযোগী হয়ে ওঠে।

নৈতিকতার বিকাশ (Democratic Ideals) :

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার নৈতিকতার বীজ বপন হয়। শিশুর মধ্যে উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ গড়ে ওঠে। ফলে শিশু বিভিন্ন প্রকার অন্যায় এবং অনুচিত কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে। এই শিশু যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সে সমাজের বুকে একজন নৈতিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিকে পরিণত হয়। অর্থাৎ, নৈতিকতার বিকাশসাধন হল সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গণতান্ত্রিক আদর্শ (Democratic Ideals) :

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি গণতান্ত্রিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকমহাশয় নিজের চাহিদা, পছন্দ-অপছন্দ কখনো শিক্ষার্থীর ওপর জোর করে চাপিয়ে দেন না। বরং, সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে

সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণে মাধ্যমে এ কথা বলা যায় যে, বর্তমান যুগে শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিকে বাদ দিয়ে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক প্রয়াস কখনোই পরিপূর্ণ হতে পারে না। বরং, এ কথা বলা যায় যে, পাঠক্রমিক কার্যাবলির পাশাপাশি সহ-পাঠক্রমিক